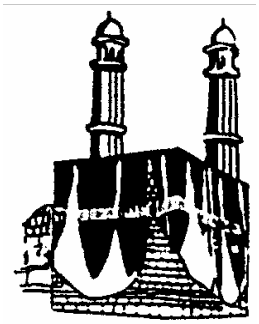

ঈদের চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে

ছাওয়াল পঞ্জিকা মতে বৃহস্পতিবার সন্ধায় রোযার নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু মেঘের কারনে চাঁদ দেখা গেলোনা। পরদিন শুক্রবার একটু বড় চাঁদ দেখা গেলো। লোকেরা বলাবলি করল-চাঁদ গতকালেরই ছিলো। ৩০ দিন পূর্ণ করে পঞ্জিকায় বর্ণিত ঈদের তারিখ লেখা আছে রবিবার। কিন্তু শর্ত ছিলো চাঁদ দেখা যাওয়া সাপেক্ষে। এমতাবস্থায় শরীয়ত মোতাবেক ঈদ কি সোমবার হবে-নাকি রোববারে? যদি ঈদ রোববার করে ফেলে, তাহলে দুরস্ত হবে কিনা? (কেননা পঞ্জিকার তারিখ মতে শনিবারে রোযা ৩০ টি হয়, আর দর্শন অনুযায়ী রোববার রোযা হবে ৩০ টি। (অনুবাদক)

জাওয়াব পবিত্র শরিয়াতে চাঁদ দেখা যাওয়া শর্ত। ২৯ তারিখে দেখা না গেলে ৩০ পূর্ণ করে রোযা রাখা বা ঈদ করা ওয়াজিব। চাঁদ দেখা এই শহরে হোক কিংবা অন্য কোন স্থানে হোক, নির্ভোরযোগ্য সূত্রে সাক্ষ্য পাওয়া গেলেই রোযা রাখতে হবে অথবা ঈদ করতে হবে।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে ان الله امده لرؤيته "আল্লাহ্ তায়ালা চাঁদ দেখা যাওয়ার পক্ষে আছেন" কোন চিঠি বা টেলিফোন বা অনুমান বা অন্যস্থানের রোযা পালন বা ঈদ পালনের ঘটনা শুনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরন স্বরূপ- যদি কিছু লোক এসে খবর দেয় যে, অমুক শহরে অমুক দিন রোযা শুরু হয়েছে বা অমুক দিন ঈদ হয়ে গেছে, তাহলে তার এই কথা বিশ্বাস করা যাবে না- যে পর্যন্ত না শরিয়াতসম্মত আদেশ বা নির্ভরযোগ্য লোক নিজে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়।

দোররে মোখতার গ্রন্থে লেখা আছে-

لااشهدوا برؤيته غيرهم لا نه حكاية

"অন্যের চাঁদ দেখার কথা গ্রহণযোগ্য নয়- যে পর্যন্ত নিজে না দেখবে। কেননা এটা হলো ঘটনা বর্ণনা" - এটি সাক্ষ্য নয়। পঞ্জিকায় যদি শর্ত সাপেক্ষ রোযা বা ঈদের কথা লেখা থাকে তাহলে এটাও তো সন্দেহ জনক কথাই হলো। আর নিশ্চয়তা দিয়েও যদি লেখা থাকে- তবুও শরিয়াতে পঞ্জিকা হিসাব মতে রোযা রাখা বা ঈদ করার অনুমতি নেই।

দোররে মোখতারে উল্লেখ আছে-

لاعبرة بقول المؤقتين ولو عدولا على المذهب

অর্থাৎ"জোতিবিদদের কথা শরিয়তের দলিল নয়- যদিও তারা নির্ভরযোগ্যই হোকনা কেন। ইহাই মাযহাবের সঠিক মাসআলা"।

চাঁদ বড় দেখা যাওয়ার ব্যাপারটি ২ দিন গন্য করা শরিয়াতে নাজায়েয।

"হাদীস শরীফে এসেছে- কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার এটিও একটি আলামত যে, নূতন চাঁদ মোটা দেখা যাবে (দুই দিনের মত)। লোকেরা বলবে- গতকালের চাঁদ।"

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পঞ্জিকামতে চাঁদ না দেখে কোনমতেই রোববার ঈদ করা যাবে না- কেননা রোযার চাঁদ দেখা গিয়েছিলো শুক্রবার সন্ধ্যায়। সে হিসাবে রোযা ৩০ পূর্ণ হবে রোববারে। কাজেই ঈদ হবে সোমবারে। তাই চাঁদ দেখা সাপেক্ষেই ঈদ করতে হবে।

ঈদ বা কোরবানী দুনিয়ার অনুষ্ঠান নয়। এখানে আল্লাহর হুকুম কার্যকরী হবে। যতক্ষন শরিয়ত মোতাবেক না হবে- ততক্ষন মান্য করা যাবে না। মনে করুন-রোযার চাঁদ যদি পঞ্জিকা মতে সত্যই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ই হয়ে থাকে কিন্তু দেখা যায়নি- তাহলেও সোমবারের ঈদই শুদ্ধ হবে- কেননা এটা দেখার উপর নির্ভরশীল। আর যদি শুক্রবার সন্ধ্যায় হয়ে থাকে, তাহলে শনিবার ২৯ পূর্ণ করে চাঁদ না দেখে রোববারে ঈদ করা কোন মতেই জায়েয হবেনা- কেননা শনিবার চাঁদ দেখা যায়নি। এমন অবস্থায় রোববারে ঈদ পড়া শরিয়ত এবং আকল- উভয়েরই খেলাফ। নিজেদের খামখেয়ালী ও বিবেচনা দ্বারা এগুলো চলেনা। শরীয়তের আমল শরিয়তের নীতি অনুযায়ীই চলবে।